দৈনিক সংবাদ
75
তারিখ 07 JAN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি পেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল মঙ্গলবার ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি দেয়ার মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং তাদের জোট পৃথক পৃথক-ভাবে এই কর্মসূচী পালনের আহ্বান জানিয়েছিল। রাজধানীতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উভয় অংশ, সংগ্রামী ছাত্র জোট ও জাতীয় ছাত্রলীগ ছাত্র সমাবেশের পর শিক্ষাভবনের বাইরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে স্মারকলিপি দেয়।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একাংশ গতকাল সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা করার পর শিক্ষা ভবনে যায়। সুলতান মোহাম্মদ মুনসুর আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন মো: তাহের উল্লাহ, জ্যোতির্ময় দত্ত বাসু, অনিল চন্দ্র মরণ, হিমাংশু সিংহ প্রমুখ ছাত্রনেতা। সভায় ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ১১ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে

(শেষ পৃষ্ঠায় ৪-এর ক: দ্র:)

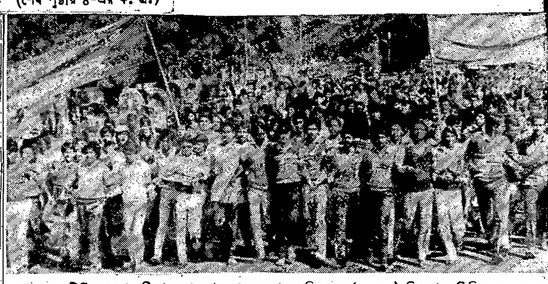

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রতিবাদে গতকাল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (একাংশ) বিক্ষোভ মিছিল। —সংবাদ

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অপর অংশের বিক্ষোভ মিছিল। —সংবাদ

সংগ্রামী ছাত্র জোটের বিক্ষোভ মিছিল। —সংবাদ

ছাত্র রাজনীতি

(১ম পাতার পর)

পরিষদ তাদের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবে।

বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শিক্ষা-ভবনে যাওয়ার পর কর্মীরা ভবনের বাইরে অবস্থান নেয়। নেতৃবৃন্দ ভেতরে গিয়ে শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে স্মারক-লিপি প্রদান করেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'শিক্ষা, গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির সংগ্রামে জনগণের পাশে থেকে ছাত্র সমাজ তার ঐতিহ্যের পথ ধরেই কর্তব্য পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। অথচ খুবই দুঃখজনক যে আজ ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধি-কার হরণ করার সুগভীর চক্রান্ত চলছে।' স্মারক লিপিতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সপক্ষে সরকারী তৎপরতা বন্ধ এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

পরিষদ নেতৃবৃন্দ এরপর শিক্ষা সচিবের কাছেও একই স্মারকলিপি দেন। পরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত সমা-বেশে পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন যে তাদের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরি-ষদের অপর অংশের ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে। ছাত্রনেতা আখতারুজ্জামান এখানে বক্তৃতা করেন এবং জাহাঙ্গীর আলম রুবেল শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরি-চালকের কাছে লেখা স্মারক-লিপিটি পড়ে শোনান। স্মারক-লিপিতে শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক সমাবেশ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সার্কুলার অবিলম্বে প্রত্যাহার, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী মঞ্জুরি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তা অবিলম্বে চালু, ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হাত দেয়া থেকে বিরত থাকার দাবী জানানো হয়।

বিক্ষোভ মিছিল সহকারে শিক্ষাভবনে যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দ মহাপরিচালকের কাছে স্মারক-লিপি হস্তান্তর করেন। বাইরে অবস্থানরত কর্মীদের কাছে ফিরে এসে নেতৃবৃন্দের পক্ষে শিরীন আখতার বলেন, আমাদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া আমরা জানতে চাই।

সংগ্রামী ছাত্র জোট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-ভবন প্রাঙ্গণে সংগ্রামী ছাত্র জোটের ছাত্র জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে স্মারকলিপি পড়ে শোনানো হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য এবং হতাশার মূল কারণ হচ্ছে ক্ষমতার পট পরিবর্তনে সন্ত্রাস-বাদের মুখ্য ভূমিকা। এই কারণে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতার নির্মাতা ছাত্র সমাজ এ রকম অবস্থায় 'সাক্ষী গোপাল'-এর ভূমিকা পালন করতে পারে না। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের যেকোন চক্রান্ত প্রতিহত করতে ছাত্ররা বদ্ধপরি-কর।

স্মারকলিপিতে ১৫ দফা দাবী তুলে আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সেগুলো মেনে নেয়ার আহ্বান জানান হয়। দাবীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা পরিদপ্তরের সার্কুলার প্রত্যা-হার, বন্ধ করা সরকারী মঞ্জুরি আবার চালু, দেশে নতুন ৪টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়, ৮টি করে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং প্রতি জেলায় ১টি করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্থাপন, শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি ইত্যাদি।

সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল করে শিক্ষাভবনে যায় এবং জোটের পক্ষে মহাপরিচালকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জাতীয় ছাত্রলীগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে জাতীয় ছাত্র লীগের কর্মীরা শিক্ষাভবনে যান এবং সংগঠনের পক্ষে নূরুল ফজল বুলবুল, ইনায়েতুর রহিম প্রমুখ নেতা ভেতরে গিয়ে স্মারক-লিপি দেন। স্মারকলিপিতে ছিল ছাত্র রাজনীতি বন্ধের তৎপরতা বন্ধ, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক সমা-বেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানে বন্ধ করে দেয়া সরকারী মঞ্জুরি অবিলম্বে চালু ইত্যাদি। আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এগুলো পূরণের জন্য স্মারক-লিপিতে আহ্বান জানানো হয়।